দৈনিক ...

তারিখ ... 29.6.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 4 ...

গ্রামীণ পাঠাগার ও গ্রামোন্নয়ন

নিরক্ষর মানুষকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে এবং অল্প শিক্ষিতে মানুষকে 'স্ব-শিক্ষিত' হয়ে উঠতে দেশের পাঠাগারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে পাঠাগারের ভূমিকার কথা সবকালে সব জ্ঞানী মানুষই স্বীকার করেছেন। তবে এগুলো থেকে সুফল পেতে হলে যা প্রয়োজন তা হল যথার্থভাবে পরিচর্যা ও পৃষ্ঠপোষকতা।

আমাদের দেশে পাঠাগার গড়ে তোলার জন্য উৎসাহী যুবকের অভাব নেই এবং অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোগী তরুণদের উৎসাহে গড়ে ওঠা অসংখ্য পাঠাগার অকালে বিলীনও হয়ে গেছে। গ্রামে এখনো অনেক পাঠাগার গড়ে উঠছে, ভেঙ্গে যাচ্ছে, আবার পুনর্গঠিত হচ্ছে।

পড়ালেখা জানা ছেলেরা নিজেদের প্রয়োজনেই গ্রামে পাঠাগার গড়ে তোলে, স্বাভাবিক কারণেই নিজেদের মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্য নিজেদের মধ্যকার বন্ধুত্বকে যখন যুবকরা সাংগঠনিক রূপ দেয়, তখন গড়ে ওঠে যুব সমিতি বা সংঘ। এভাবেই ভাব-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রথম বন্ধুত্ব এবং পরে সংগঠিত হয় নিজেদের প্রয়োজনে কিংবা সমাজের কোন কল্যাণার্থে। এই যুব সমিতি কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে পাঠাগার।

আমাদের দেশে সমাজের হিতকামী যুবশক্তি সম্পূর্ণ অসংগঠিত একথা বলা যাবে না। দেশের গ্রামের শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত যুবকরা বিভিন্ন গ্রামে বিক্ষিপ্তভাবে ক্লাব, পাঠাগারকে কেন্দ্র করে কম বেশী সংগঠিত রূপে আছে। এসব সংগঠিত যুব শক্তির বৈশিষ্ট হলো এরা সংগঠিত হয় প্রধানত নিজেদের কল্যাণবোধ ও শ্রেয়বোধ থেকে।

এই বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা ব্যাপক যুব শক্তিকে সংগঠিতভাবে গড়ে ওঠতে পৃষ্ঠপোষকতা করা দরকার। গ্রামে পড়ে থাকা শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত যুব শক্তিকে প্রথমে পাঠাগার গড়ে তুলতে, উৎসাহ ও অনুদান প্রদান করা গেলে তারা পাঠাগারকে কেন্দ্র করে যেমন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে, তেমনি সংগঠিত হতে পারবে নানা কল্যাণ কাজে। ২টি বা তিনটি গ্রামকে 'একক' ধরে সারা দেশে ২০ থেকে ৩০ হাজার এরকম গ্রামীণ পাঠাগার গড়ে তোলা যায়। এসব পাঠাগারের সাথে যদি কম করে দশজন করে যুবকও সম্পৃক্ত হয় তবে দু' থেকে তিন লাখ যুবক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি কল্যাণমূলক কাজের জন্যে সংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এ সংগঠিত যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

পাঠাগার কেন্দ্রিক সংগঠিত এসব যুবকরা দেশের নিরক্ষর মানুষগুলোকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে পারে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পে যে-ব্যাপক অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে সে অর্থ থেকে কিছু কিছু অর্থ গ্রামীণ পাঠাগারগুলোকে অনুদান হিসাবে প্রদান করা অথবা গ্রামীণ পাঠাগার গড়ে তোলার প্রকল্পকে নিরক্ষরতা নির্মূল প্রকল্পের সাথে যোগ করা গেলে এক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাবে।

আবার এসব পাঠাগারগুলো দেশের ভয়াবহ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অসচেতন মানুষকে পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে জ্ঞানদান করে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করতে পারে। এটা করা হলে জনাধিক্যজনিত সমস্যা কি করে দেশ ও জাতির উন্নয়ন অগ্রগতি ব্যাহত করে সে সম্বন্ধে জনগণ সচেতন হয়ে উঠবে।

এই সব পাঠাগারকেন্দ্রিক সংগঠিত যুব শক্তি গ্রামের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানোর পাশাপাশি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাজে সহযোগিতা দিয়ে গ্রামীণ পাঠাগারগুলোকে ব্যবহার করে কৃষকদেরও তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। কৃষকের ঋণের দরখাস্ত, সালিসের মীমাংসা, খাজনার হিসাব বিভিন্ন কাজে কৃষকদের সাহায্য করে তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারে।

গ্রামীণ পাঠাগারগুলোতে কৃষকদের কৃষি কাজের ব্যাপারে পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। সার প্রয়োগ, কীটনাশক ব্যবহার প্রক্রিয়া, হাঁস-মুরগী পালন পদ্ধতি, মৎস্য চাষ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর যথার্থ বাস্তবায়ন, গ্রামের উন্নয়ন প্রভৃতি কাজে কৃষকদের সচেতন করে তোলা যায় এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্য থেকে সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পাঠাগারগুলোতে মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠক করা যেতে পারে।

গ্রামে চলছে সাংস্কৃতিক সংকট। গ্রামের মানুষের চিত্ত-বিনোদনের এখন আর আগের সেই মাধ্যমগুলো নেই। আগের জারি-সারি, বাউল, কবি, পালা গান গ্রামে এখন নেই বললেই চলে। এছাড়া বারো মাসে তের পার্বন কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানও প্রায় বিলীন। খেলাধুলারও তেমন ব্যবস্থা নেই, গ্রামের মানুষ সরাসরি উৎপাদনের সাথে জড়িত, গ্রামের মানুষের যে সাংস্কৃতিক জীবন হবে তা অবশ্যই উৎপাদনমুখী হতে হবে। তাদের সংস্কৃতি যেন হয় তাদের উৎপাদন বাড়ানোর অনুপ্রেরণার উৎস। এই সাংস্কৃতি কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবনে পাঠাগারগুলোকে দায়িত্ব প্রদান করা যায়। তারা গ্রামে কর্মমুখী সাংস্কৃতিক জীবনধারা চালুর জন্য নাটক, যাত্রা, গান-বাজনা, মেলা, খেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করতে পারে।

এছাড়া এসব পাঠাগার যদি বছরে কম পক্ষে দশটি বইও খরিদ করে তবে বছরে প্রায় দুই-তিন লাখ বই বিক্রি হবে। পাঠাগারগুলো কমবেশী পত্রপত্রিকা, সাময়িকপত্র সংগ্রহ করে। ফলে দেশের প্রকাশনা শিল্পের বিকাশেও এ পাঠাগারগুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলোচিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে গ্রামের যুব শক্তিকে জ্ঞান দান এবং জনকল্যাণে সংগঠিত করার লক্ষ্যে গ্রামীণ পাঠাগার প্রকল্প চালু করা হলে বিভিন্ন ব্যাপারে জনগণকে সাহায্য করা সহজতর হতে পারে এবং বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা যুবকরা নিজেদের এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে এবং যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

—পরেশচন্দ্র সাহা